দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ FEB 9 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসার প্রয়োজন কেন?

এজেডএম শামসুল আলম
চেয়ারম্যান, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ

পূর্ব প্রকাশিতের পর

আমেরিকায়, ইংল্যান্ডে যারা সস্ত্রীক লেখাপড়া করতে যান অথবা যারা সেখানে থাকেন তাদের ছেলেমেয়েরা কথা বলা, শিক্ষার পর ৩-৪ বছর আমেরিকা, ইংল্যান্ড-এর কিন্ডারগার্টেনে পড়ালেখা করে আসলে তাদের উচ্চারণ হয় ইংরেজ আমেরিকানদের মত। উচ্চারণ ঠিক করার প্রকৃষ্ট সময় হল শিশুকাল।

ইংলিশ মিডিয়াম কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসায় শিশুদের উচ্চারণের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া সম্ভব, যাতে তারা ইংরেজদের মত ইংরেজী বলতে পারে, আরবদের মত আরবী উচ্চারণ করতে পারে, শান্তি নিকেতনের বাঙ্গালীদের মত বাংলা উচ্চারণ করতে পারে।

অডিও-ভিডিও ক্যাসেট

ইংলিশ মিডিয়াম কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতিতে অডিও-ভিডিও ক্যাসেটের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক হারে করা উচিত। শিশুরা বক্তৃতা শোনা অপেক্ষা টেলিভিশন দেখতে ভালবাসে। পাঠ্য পুস্তকগুলো পূর্ণভাবে অডিও-ভিডিও করে নেয়া হবে। সঙ্গত সময় ভিসিপি, ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ার ছেড়ে দেয়া হলে তা দেখেও শিশুরা শিখতে মনযোগী হবে। অডিও-ভিডিও ক্যাসেটগুলো অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে সংগ্রহ এবং প্রণয়ন করতে হবে।

আমি এক সময় ওয়াশিংটন মহানগরীর অর্লিংটন শহরে স্থাপিত আমেরিকান Foreign Service Institute-এ বাংলার শিক্ষক ছিলাম। যদিও আমি ভাষা শিক্ষক ছিলাম কিন্তু আমাকে ক্লাসে কথা বলতে সাধারণত দেয়া হত না। ক্লাসে যদি শিক্ষক কথা বলতে না পারেন, তবে তার প্রয়োজনীয়তা বা অবদান কি হতে পারে?

ইউএস Foreign Service Institute-এ ভাষা শিক্ষার সমস্ত পুস্তক ভাল উচ্চারণের শিক্ষক দ্বারা অডিও করে রাখা ছিল। ১৯৭২ সালে ভিডিও তত বেশী প্রচলিত হয়নি। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হল, বিভিন্ন ব্যক্তির বাংলা উচ্চারণ এত ভিন্ন ভিন্ন যে, কোন একটি উচ্চারণ অনুসরণ করলে বিদেশীদের জন্য উচ্চারণের শব্দ বুঝা কষ্টকর। কর্তৃপক্ষ তাই ভাষা ক্লাসে একটি স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণ প্রশিক্ষণার্থীদের দ্বারা আয়ত্ত করিয়ে নিতে চাইতেন।

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে পৌরহিত্য এবং ইমামতি করছে অন্তত আমেরিকানদের মতে, এ পাড়ের বাঙ্গালীরা নয় বরং ওপারের বাঙ্গালীরা। তাই আমেরিকানগণ ওপারের বাঙ্গালী দ্বারা বিভিন্ন স্তরের পুরো বই অডিও ক্যাসেট করে রেখেছিল। শিক্ষকের উপস্থিতিতে ক্যাসেট প্লেয়ার চালিয়ে দেয়া হত। ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই পুস্তকের রেকর্ড করা পড়া শুনতেন। রেকর্ডের মধ্যে শব্দ এবং বাক্যের পরে গ্যাপ বা বিরতি থাকত, যে সময় ছাত্র উচ্চস্বরে মশ্‌ক অর্থাৎ প্রতি উচ্চারণ করতে পারত।

এরূপ ব্যবস্থায় শিক্ষকের প্রয়োজন বা ভূমিকা তেমন কিছু থাকে না। কিন্তু ছাত্র যদি কোন কিছু বুঝতে অসুবিধায় পড়ে এবং কোন প্রশ্ন করতে চায়, তবে শিক্ষক ক্যাসেট প্লেয়ার স্টপ করবেন, তার বক্তব্য শুনবেন ও জবাব দিবেন এবং বিষয়টি বুঝিয়ে দেবেন। ছাত্রের মনে প্রশ্ন এলে তার জবাব দেয়া এবং বিষয়টি ব্যাখা করে বুঝিয়ে দেয়া ছিল শিক্ষকের মূল ভূমিকা।

হস্তাক্ষর

উচ্চারণের ন্যায় হস্তাক্ষরটিও ভাল করার প্রকৃষ্ট সময় হল শিশুকাল। যে শিশুর হস্তাক্ষর শিশুকালে বিকৃত হয়ে যায়, তার হাতের লেখা উন্নত করার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু সাফল্যের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। ইংলিশ মিডিয়াম কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসায় সুন্দর হস্তাক্ষরের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ দেয়া হবে, শিশু যাতে অন্তত ইংরেজী, বাংলা, আরবী শ'খানেক অক্ষর সুন্দর এবং সুস্পষ্ট ও সঠিকভাবে লিখতে পারে। সুচিন্তিত এবং দৃঢ়নীতি থাকলে শিশুদেরকে ২শ'টি অক্ষর Vowel চিহ্নসহ লিখতে শিখিয়ে দেয়া খুব কঠিন কাজ হওয়ার কথা নয়।

যানবাহন ও খেলনা

বিভিন্ন ধরনের খেলনা যানবাহন বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসায় একটি খেলনা মিউজিয়াম থাকবে। খেলনাগুলো এমন শক্ত হবে যে, এগুলো ছোঁড়াছুঁড়ি করলেও যাতে নষ্ট না হয়। যে সমস্ত খেলনা ব্যবহারের সময় মারামারি বা আহত হবার আশংকা থাকে, তা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ব্যবহার করতে দেয়া হবে।

শিশুরা যানবাহন জাতীয় খেলনা খুবই পছন্দ করে। ব্যাটারী দিয়ে চালিত খেলনা দেখা অপেক্ষা ক্ষুদ্র যানবাহনে উঠতে পারলে শিশুরা বেশী আনন্দ পায়। এ ধরনের যানবাহনের খেলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হবে।

বেতন ও ব্যয়

পরিকল্পিত মাদ্রাসা স্থান এবং উন্নয়ন সময় ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ব্যয়ের কথা চিন্তা করে বসে থাকলে চলবে না। শুরু করতে হবে। যোগ্য শিক্ষক পাওয়া আরও কষ্টকর। আল-হেরা কিন্ডারগার্টেনটি ভালই চলছে। পরিকল্পিত কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসা শিক্ষার মান অবশ্যই আল-হেরা ক্যাডেট স্কুল থেকে উন্নততর করার লক্ষ্য রাখতে হবে। বেতন ও ব্যয় অনুরূপ রাখাই সমীচিত হবে।

আবাসিক, অনাবাসিক

আল-আরাফাহ কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসা যে উদ্দেশ্যে করা হবে তা অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পূর্ণ করা সম্ভব নয়। এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই আবাসিক করতে হবে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে অনাবাসিকভাবে শুরু করা যেতে পারে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষার উদ্দেশ্যে হল– (১) সুস্থ দেহ গঠন, (২) সঠিক মন-মানসের উন্মেষ, (৩) আত্মার আদর্শভিত্তিক উন্নয়ন ও (৪) জান্নাত প্রাপ্তির লক্ষ্যে আমল-আখলাক গঠন। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এ চারটি উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন অতি কষ্টসাধ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক ব্যায়াম-অনুশীলন এবং খেলাধুলার পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকার কারণে শিশুদের মজবুত স্বাস্থ্য গড়ে ওঠে না।

পরীক্ষায় পাসই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্য থাকে। কোন কিছু বুঝার জন্য মনের অনুশীলন বা বিশ্লেষণ ক্ষমতা উন্নয়নের দিকে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেয়া হয় না। শিশুরা যা মুখস্থ করে তাই প্রশ্ন করা হলে জবাব দিতে পারে। মুখস্থ জবাব এত তাড়াতাড়ি দেয় যে, তাতে মনে হয় না যে শিশু যা মুখস্থ করেছে তা বুঝেছে। ফলে শিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মন-মানস গঠনও সুষ্ঠুভাবে হয় না।

শিক্ষার অনেক বড় উদ্দেশ্য হল আত্মার উন্নয়ন, চরিত্র গঠন, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি। এ পর্যায়ে শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন দূরের কথা, তা অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যেই নেই।

সনাতন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম, নীতিবোধ, হাদীস-কুরআনের আয়াত ও অর্থ মুখস্থ করিয়ে দেয়ার একটি চিন্তাধারা ও লক্ষ্য আছে। তাতে জান্নাত প্রাপ্তি হয়ত সহজলভ্য হতে পারে, তবে যুক্তি দিয়ে বুঝার উপর গুরুত্ব কম। এ শিক্ষায় নৈতিকতার কিছুটা বিকাশ হলেও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছাত্ররা অনেক পিছিয়ে থাকে। তাই তারা জীবন সংগ্রামে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের সমান তালে চলতে পারে না, পিছনে পড়ে যায়।

আখেরাতে নাজাত যদি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, অন্তত দুনিয়াদারীর উন্নতি, প্রগতি অপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ ধরা হয়, তবে বলতে হবে সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মাদ্রাসা শিক্ষাই আমাদের শিশুর জন্য অধিকতর

এর রজত জয়ন্তী পালিত হল। স্বাধীনতা অব্যবহিত পরে ছাত্রীদের জন্য এই দ্বিতী আবাসিক হলটি স্থাপিত হয়। বর্তমানে এ